# মূল ৩ কলঙ্কিনী নদী

**কলঙ্কিনী নদী**

যাই হউক, ধর্ম নিয়ে আমার সোনার বাংলার অবুঝ মানুষগুলোর মাঝে বোধ হয় অনেক ভেদাভেদ আছে। তবে আমার এতদিন মনে হয়েছিলো, দেশ রক্ষার জন্যে, অথবা দেশের জন্যে যারা সুনাম বয়ে আনে, তাদেরকে চোখ বন্ধ করে সবাই একমত হয়ে মর্যাদা দেবে। যেমনি স্বাধীনতার যুদ্ধে হিন্দু মুসলিম সবাই এক হয়ে ঝাপিয়ে পরেছিলো অথবা, রবি ঠাকুরের নোবেল বিজয়ে আনন্দিত হয়েছিলো সে যুগের বাঙালীরা।

ডঃ ইউনুসের নোবেল বিজয়ের ব্যাপারটা যখন প্রচারিত হলো, ঠিক তারপর মেইল খুলে যখন ডঃ ইউনুসের নোবেল বিজয় নিয়ে বিভিন্নজনের মন্তব্যগুলো পড়ছিলাম, তখন সকলেরই একমত দেখে মনটা ভরে উঠেছিলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সেখানেও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। একশ্রেনীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, যারা নিজেরাও কিছু করতে পারেনা, আবার অন্যেরা কিছু করলে তাও সহ্য করতে পারেনা, তারা আবার নিজেদের অস্তিত্বটা জাহির করার জন্যে নেটের মত একটা গণ মাধ্যমে উঠে পরে লেগেছে, মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্যে।

আমি আমার আর একটি লেখাতে (ভুল) ও লিখেছি, অন্যের ভুল ধরা বুঝি মানুষের একটা স্বভাবজাত দোষ। প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, অন্যের ভুল ধরা নিয়ে ব্যস্ত থাকে অধিকাংশ মানুষ। আসলেই তাই। আমাদের মাঝে, অধিকাংশই আছি, যারা নিজের পরনের কাপরের কথা না ভেবে, অন্যের পোষাক নিয়ে মন্তব্যে লেগে যাই।

ডঃ বিপ্লব অবশ্য তার লেখা, ডঃ ইউনুসের সমালোচকদের জবাবে, ঐসব সমালোচকদের জন্যে চমৎকার কিছু জবাব দিয়েছেন। তার সুদূরপ্রসারী মহৎ চিন্তাভাবনার জন্যে সত্যিই ধন্যবাদ পাবার অধিকার রাখেন। কিন্তু আমার সোনার দেশের গর্দভগুলো কতটা বুঝতে পারছে, শিখতে পারছে, এই নিয়েই আমার দুঃশিচন্তাটা। তাই নিজেও দু এক কথা লেখার লোভটা সামলাতে পারলাম না।

আমি ব্যাক্তিগতভাবে যতদূর জানি, ডঃ ইউনুস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকুরীটা ছেড়ে দিয়ে, একজন মাত্র সহযোগী নিয়ে চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামের প্রতিটি মানুষের বাড়ীতে হেঁটে হেঁটে গিয়ে, তার পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করে, গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যখন দেশের প্রতিটি ব্যাংকের শাখাতে থাকতো, একজন ম্যানেজার, আর কমপক্ষে চার পাঁচ জন অফিসার, ক্যাসিয়ার, পিয়ন, দারোয়ান, তখন, গ্রামীন ব্যাংকে শুধু দুজন কর্মীর সমাহার। একজন ম্যানেজার, আর একজন মাঠকর্মী। ব্যাপারটাকে একটু ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, ব্যাংকের আভ্যন্তরীন কাজ করবে একজন, আর সে হলো ম্যানেজার আর বাইরের যাবতীয় কাজ করবে অন্যজন, আর সে হলো মাঠকর্মী। আর ব্যাংকের এই একটি শাখার যাবতীয় কাজ হবে মাত্র দুটি মানুষের ঘামের ফসলে। তেমনি করে দুজনের ফসলের লাভ দিয়ে, একটির পর একটি গ্রামীন ব্যাংকের শাখা গড়ে উঠেছে, দেশের আনাচে কানাচে।

আর তাদের নিয়ে যারা বাজে মন্তব্য করে, তাদের একটু খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে, নিজে চেয়ারে বসে অর্ডার দিচ্ছে পিয়ন দারোয়ানকে, অথবা অধীনস্ত ছাত্রদের, নিজের কাজটা করে দেবার জন্যে। আর এই কাজটুকুই ভয়ে ভয়ে করে দেয় ঐসব অসহায়, পিয়ন দারোয়ান আর ছাত্ররা নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্যে। আর মনে মনে ঐসব গর্দভগুলো (বাজে মন্তব্যকারী) আত্মতৃপ্তি নিয়ে, বড় বড় বুলি ছাড়ে। তোরা আর কবে মানুষ হবিরে? তোদের জন্যে আমার একটা পুরনো কথা মনে পরেছে, আবার তোরা মানুষ হ।